তারিখ ....
পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৭

রাঃ বিঃ'র ছাত্র ও গ্রামবাসীর সংঘর্ষের নেপথ্য কারণ বেরিয়ে এসেছে

কামরুজ্জামান কোরবান ।। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গত শুক্রবার সংঘটিত ছাত্র ও গ্রামবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনার নেপথ্য বিভিন্ন কারণ ও তথ্য বেরিয়ে আসছে। এ ঘটনাকে পুঁজি করে শাসক দল আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করছে। বিভিন্ন মহল ও সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দিবালোকের মতই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ঐ ঘটনার পেছনে শাসক দলের হাত ছিল। এই ঘটনার মাধ্যমে তারা রাজশাহীতে তাদের দুর্বল অবস্থানকে চাঙ্গা করার প্রয়াস চালাচ্ছে। রাজশাহী মহানগর ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার বিরোধীদের অবস্থান খুবই শক্ত, বিশেষ করে, বিএনপি ও জামায়াতের রয়েছে একচ্ছত্র আধিপত্য। তাদের ছাত্র সংগঠনগুলোরও একই অবস্থা। পক্ষান্তরে শাসক দল আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনগুলোর অবস্থা খুবই নাজুক। তার উপর তাদের রয়েছে চরম আভ্যন্তরীণ কোন্দল। কিছু দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সেক্রেটারী গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে সভাপতিসহ বেশ কয়েকজন নেতা-কর্মী মারাত্মকভাবে আহত হয়। দু'গ্রুপই সভা-সমাবেশ ও পোস্টারিং করে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের কিন্তু পার্শ্ববর্তী এলাকা বিনোদপুরে রয়েছে জামায়াত-শিবির ও কাজলায় বিএনপির একচ্ছত্র প্রাধান্য। কিন্তু মেহেরচণ্ডীতে বিএনপি ও জামায়াতের অবস্থানই প্রধান। এই এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দাই দরিদ্র ও নীরিহ প্রকৃতির। কৌশলগত দিক থেকে তারা এই অঞ্চলকেই বেছে নেয়। গত শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন বাজারের শাহজালাল হোটেলে খাওয়ার বিল দেয়া-নেয়া নিয়ে সাধারণ ছাত্রদের সাথে হোটেল মালিকের বচসার সুযোগ টাকেই তারা কাজে লাগানোর চেষ্টা চালায়। বিশ্বখ্যাত বিবিসি নিউজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংঘর্ষের এই ঘটনাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও গ্রামবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ হিসেবে উল্লেখ করলেও শাসক দল আওয়ামী লীগ ঘটনাটিকে উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর ন্যায় একটি রাজনৈতিক দলের উপর চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস চালাচ্ছে।

সেদিন যা ঘটেছিল

গত শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনের পার্শ্ববর্তী একটি হোটেলে একজন ছাত্র খেতে যায়। এতে তার বিল হয় ২২ টাকা। ছাত্রটি ২০ টাকা দিতে চাইলে হোটেল মালিক ২২ টাকাই দাবী করে। এক পর্যায়ে হোটেল মালিক ছাত্রটিকে গালি দিলে ছাত্রটি উত্তেজিত হয়ে মালিককেও গালি দেয়। এতে প্রাথমিকভাবে মারামারিতে ছাত্রটি হেরে যায়। তখন সে তার বন্ধুদের নিয়ে ঐ হোটেলে পাল্টা হামলা চালায়। এতে সংঘর্ষ ব্যাপক আকার ধারণ করে। এ সময় পার্শ্ববর্তী মেহেরচণ্ডী এলাকার আওয়ামী যুবলীগ নেতা ও আল মদিনা হোটেলের মালিক রফিকের ছোট ভাই কালু মেহেরচণ্ডী পূর্বপাড়া মসজিদের মাইকে ঘোষণা করে দেয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গ্রামবাসীদের উপর হামলা চালিয়েছে। ফলে, গ্রামবাসীরা বেরিয়ে এসে ছাত্রদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তারা ঐ এলাকার মেসগুলোতে অবস্থানরত ছাত্রদেরকেও বেদম মারধর করে। এ খবর ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে সংঘর্ষ ভয়াবহ রূপ লাভ করে। মেহেরচণ্ডী থেকে আহত ও রক্তাক্ত ছাত্ররা ক্যাম্পাসের মধ্যে পালিয়ে গেলে তাদের রক্ত দেখে ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা অপ্রতিরোধ্য গতিতে সকল দোকানপাট ও গ্রামের কয়েকটি বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। এতে প্রায় দুই কোটি টাকার সম্পদ ভস্মীভূত হয়।

কে এই কালু?

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন বাজারের হোটেল আল মদিনার মালিক রফিকের সহোদর ভাই তৌহিদ ওরফে কালু। বর্তমানে সে মেহেরচণ্ডী পূর্ব পাড়ার বাড়ীতে বসবাস করে। প্রথম দিকে সে ছাত্রমৈত্রীর সক্রিয় কর্মী ছিল। ক্যাম্পাসে ছাত্রমৈত্রীর অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ায় বর্তমানে সে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা বনে যায়। তবে সে সব সময়ই সরকারী দলের নেতা-কর্মীদের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ফাইভ পাস হিসেবে পরিচিত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যারা মেহেরচণ্ডীর মেসগুলোতে অবস্থান করে তাদের নিকট থেকে চাঁদা আদায় করে।

রহস্যময় নেতার পদচারণা

সংঘর্ষের ঘণ্টাখানেক আগে ঐ এলাকায় মহানগর আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী যান। তার চলে যাবার পর চারটি মোটর সাইকেলযোগে মহানগর আওয়ামী যুবলীগের কতিপয় নেতা ঘোরাঘুরি করতে থাকেন। সংঘর্ষের সময়ও এলাকাবাসী তাদেরকে ব্যাপক তৎপর থাকতে দেখেছে।

প্রায় ১২ হাজার ছাত্র অংশ নেয়

এই সংঘর্ষে সকল দলের ও মতের নেতা-কর্মী এবং এলাকাবাসীই আক্রান্ত হয়েছে। গ্রামবাসীদের হামলায় সর্বপ্রথম আহত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নেতা মোস্তাফিজুর রহমান জুয়েল, আবিদ হোসেন মিলন, বিপুসহ বেশ কয়েকজন নেতা। ছাত্র শিবির, ছাত্রদল, ছাত্রমৈত্রী, ছাত্র সমাজসহ সকল রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরাই আহত হয়েছেন। দোকানদারদের মধ্যেও সকল মতাদর্শের লোক রয়েছেন। কেউ এই জ্বালাও পোড়াও থেকে রক্ষা পায়নি। অথচ রাজনৈতিক উদ্দেশেই এখন ঘটনাটিকে বিএনপি-জামায়াতের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে। শুক্রবারের ঐ সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১২ হাজার ছাত্র অংশ নিয়েছিল।

অন্তরালে ভিন্ন কৌশল

দোকানপাট ও বাড়ীঘর পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া নিঃস্ব মানুষ এখন হাহাকার করছে।